বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৪-১৫

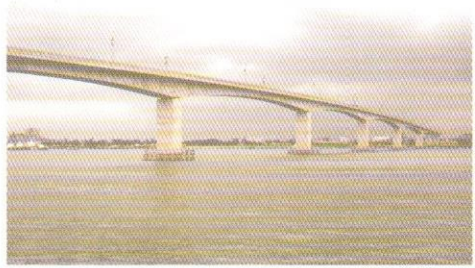

সেতু বিভাগ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমিকাঃ

নদীমাতৃক বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুষ্ঠু ও সমন্বিত যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিকল্প নেই। এই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেই বৃহৎ সেতু, এক্সপ্রেসওয়ে, টানেল ইত্যাদি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে ২০০৮ সালের ৩১ মার্চ তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন সেতু বিভাগ নামে আলাদা একটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। ঢাকার বনানীস্থ সেতু ভবনে এর কার্যালয় অবস্থিত। সেতু বিভাগের অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ৩০। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সেতু বিভাগের অধীনস্থ একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান।

২.১। ভিশনঃ

দেশব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক।

২.২। মিশনঃ

১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, উড়াল সেতু, এক্সপ্রেসওয়ে, টানেল ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সর্বসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

২.৩। বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

১. সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা;
২. সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা দ্রুততরকরণে সহায়তা করা ও
৩. বড় বড় শহরের যানজট হ্রাসকরণে সহায়তা করা।

২.৪। বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী :

- ১৫০০ মিটার বা তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, টোল সড়ক, ফ্লাইওভার, টানেল, এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, লিংক রোড ইত্যাদি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং মূল্যায়ন;
- বৃহৎ সেতু ও অন্যান্য অবকাঠামো পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ;
- বৃহৎ সেতু, টোল সড়ক, টানেল ইত্যাদি ব্যবহারকারী যানবাহনসমূহের টোল নির্ধারণ;
- বৃহৎ সেতু এবং অন্যান্য অবকাঠামোর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার নিরাপত্তা বিধান।

২.৫। সেতু বিভাগের জনবল :

অনুমোদিত পদের সংখ্যা			পদায়নকৃত পদের সংখ্যা		
মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী
৩০	৮	২২	২৮	৮	২০

২.৬। অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাঃ

- বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

১৯৮৫ সালে সৃষ্ট যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কার্যপরিধি বৃদ্ধি এবং পুনর্গঠিত করে ২০০৯ সালের ৫৬ নং আইন দ্বারা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়। সেতু বিভাগের সচিব ex-officio হিসেবে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

২.৭। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যাবলী:

১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, টোল সড়ক, ফ্লাইওভার, টানেল, এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, রিংরোড নির্মাণ ও নির্মাণোত্তর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।

২.৮। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জনবল:

অনুমোদিত পদ			পূরণকৃত পদ			শূন্যপদ		
মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী
২১১	৭৯	১৩২	১৫৭	৬১	৯৬	৫৪	১৮	৩৬

২.৯। নিয়োগ ও পদোন্নতি:

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
-	-	-	১৮	-	১৮	-

৩। বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ

৩.১। বঙ্গবন্ধু সেতু :

একটি সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে যমুনা নদী দ্বারা বিভক্ত দেশের দু'টি অঞ্চলকে একীভূত করে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে এ দেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পূর্ববর্তী মেয়াদে ক্ষমতায় থাকাকালীন তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় যমুনা নদীর উপর ১৯৯৮ সালে ৪.৮ কি.মি. দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ সমাপ্ত হয়। এ সেতু নির্মাণে বৈদেশিক ঋণ ২৫৪৫.৬০ কোটি টাকাসহ মোট ব্যয় হয়েছে ৩৭৪৫.৬০ কোটি টাকা। বঙ্গবন্ধু সেতু দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি মাইলফলক।

৩.১.২। বঙ্গবন্ধু সেতুতে সড়ক ও রেল পথের সুবিধা ছাড়াও বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং অপটিক্যাল ফাইবার টেলিফোন লাইন স্থাপন করা হয়েছে। এ সেতু নির্মাণের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা যেমন সহজতর হয়েছে তেমনি উত্তরাঞ্চলে কৃষি পণ্যাদি উৎপাদনের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষক তার পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উত্তরাঞ্চলে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে। দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ সেতু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

৩.২। ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী (মুক্তারপুর) সেতুঃ

রাজধানী ঢাকা শহরের সাথে পার্শ্ববর্তী মুন্সীগঞ্জ জেলার মধ্যে সরাসরি যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর ওপর ১৫২১ মি. দীর্ঘ ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী (মুক্তারপুর) সেতুর নির্মাণ কাজ জুলাই ২০০৫ সালে শুরু হয়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ হতে যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। এতে মোট ব্যয় হয়েছে ১৯৭.৩৬ কোটি টাকা। তন্মধ্যে চীন সরকারের অর্থায়নের পরিমাণ ১২১.৮৭ কোটি টাকা। এ সেতু নির্মিত হওয়ায় মুন্সীগঞ্জ জেলার সাথে রাজধানী ঢাকার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে এবং উক্ত জেলা ও তার আশেপাশের অঞ্চলগুলো হতে ঢাকা মহানগরীতে এখন শাক-সবজি ও ফলমূলসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য সহজেই পরিবহন করা সম্ভব হচ্ছে।

৪। সেতু বিভাগের চলমান উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ

৪.১। পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পঃ

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের সকল অঞ্চলের মধ্যে সুষ্ঠু এবং সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাওয়া-জাজিরা পয়েন্টে পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Maunsell AECOM প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গ/কম্পোনেন্টের বিস্তারিত ডিজাইন চূড়ান্ত করে।

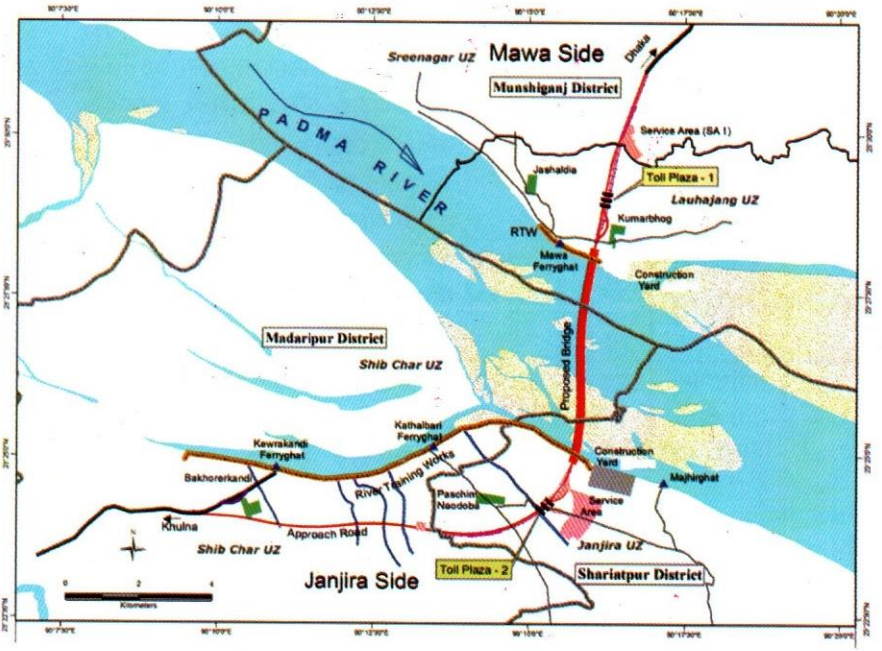

৪.১.২। ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতুর বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে এবং ২০১৮ সালের শেষ নাগাদ এ সেতু যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেয়া সম্ভব হবে আশা করা যায়। এ সেতু এশিয়ান হাইওয়ে (AH-1)-তে অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সড়ক নেটওয়ার্কসহ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলোর মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। জাতীয় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ১.২% বৃদ্ধি এবং প্রতি বছর ০.৮৪% হারে দারিদ্র নিরসনের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ সেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৪.১.৩। জুন ২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের বিবরণ (Major Work)	কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ		মোট অর্জন (Achievement)	
		শুরু (Start)	সমাপ্ত (End)	(Status)	%
১.	মূল সেতু নির্মাণ	নভেম্বর ২০১৪	নভেম্বর ২০১৮	মূল সেতুর Mobilization কাজ চলমান। সেতুর ১০ টি টেস্ট পাইলের মধ্যে ৩ টি টেস্ট পাইল ড্রাইভ, ভায়াডাক্টের ১৬ টি টেস্ট পাইলের মধ্যে ৭ টি টেস্ট পাইল ড্রাইভ এবং ৬৪ টি এ্যাংকর পাইলের মধ্যে ২৮ টি এ্যাংকর পাইল ড্রাইভ সম্পন্ন হয়। সেতুর কাজে ব্যবহারের জন্য ২৪০০ টন ক্ষমতার পাইল ড্রাইভিং হ্যামার জার্মান থেকে এবং ১০০০ টন ক্ষমতার ফ্লোটিং ক্রেন চায়না থেকে সাইটে আনা হয়। পাইল নির্মাণ কাজে ব্যবহারের জন্য মোট ১,২৯,০০০ টন স্টীলপ্লেটের মধ্যে ১২,৪০০ টন স্টীলপ্লেট সাইটে আনা হয়।	১৩.৫%
২.	নদীশাসন কাজ	নভেম্বর ২০১৪	নভেম্বর ২০১৮	নদীশাসন কাজের Mobilization চলমান। এ কাজের জন্য ৩ টি ড্রেজার, ৩টি এ্যাংকর বোট, ১ টি টাগ বোট, ১ টি মাল্টিপারপাস জাহাজ, ২৫ টি কনটেইনার, প্রায় ৫০০ টি ড্রেজিং পাইপসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি সাইটে আনা হয়। মাওয়া প্রান্তে ২০১৫ বর্ষা মৌসুমের নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্য ৪৫০ মিটার	৮.৫%

				Interim কাজ সম্পন্ন হয়। জিও ব্যাগে বালি ভরা এবং কংক্রিট ব্লক উৎপাদনের নিমিত্ত মেশিন স্থাপন করা হয়। ঠিকাদারের নিজস্ব স্থাপনা যেমনঃ অফিস, ল্যাবরেটরি, ওয়ার্কসেড, স্টোর হাউজ, লেবারসেড, জেটি ইত্যাদির নির্মাণ কাজ চলমান। তাছাড়া বিভিন্ন সাইজের বোল্ডার, স্টোনচিপস, বালি, সিমেন্ট ও অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রীর Mobilization প্রক্রিয়াধীন।	
৩.	জাজিরা সংযোগ সড়ক নির্মাণ	অক্টোবর ২০১৩	অক্টোবর ২০১৬	• ২০ টি Box Culvert এর মধ্যে ১৯ টির কাজ সম্পন্ন; • ৮টি Underpass এর মধ্যে ৬টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন; • ৫টি সেতুর ভৌত অগ্রগতি ৫৫%।	৪৮.৫%
৪.	মাওয়া সংযোগ সড়ক নির্মাণ	জানুয়ারি ২০১৪	জুলাই ২০১৭	• সড়ক (মাটির কাজ):ভৌত অগ্রগতি ৮০% • সার্ভিস এরিয়া-১: ভৌত অগ্রগতি ৯৫%	৫০%
৫.	সার্ভিস এরিয়া-২	জানুয়ারি ২০১৪	জুলাই ২০১৭	১২ টি ডুপ্লেক্স বিল্ডিং, ১টি মোটেল মেস হস্তান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ চলমান।	৪৬%
৬.	মূল সেতু এবং নদীশাসন কাজের নির্মাণ কাজ তদারকি (CSC-2)	নভেম্বর ২০১৪	নভেম্বর ২০১৯	মূল সেতু এবং নদীশাসন কাজের তদারকি চলমান।	১১%
৭.	জাজিরা সংযোগ সড়ক মাওয়া সংযোগ সড়ক ও সার্ভিস এরিয়া-২ এর নির্মাণ কাজ তদারকি (CSC-1)	অক্টোবর ২০১৩	অক্টোবর ২০১৮	জাজিরা সংযোগ সড়ক, মাওয়া সংযোগ সড়ক ও সার্ভিস এরিয়া-২ এর কাজের তদারকি চলমান।	৩৯%

৮.	ভূমি অধিগ্রহণ	আগস্ট ২০০৬	জুন ২০১৬	ক) মুন্সীগঞ্জ- প্রস্তাবিত ভূমি ৩৯৫.৭০ হেক্টর এবং অধিগ্রহণকৃত ভূমি ৩৩০.৫১ হেক্টর; খ) মাদারীপুর-প্রস্তাবিত ভূমি ৫৭০.৯২ হেক্টর এবং অধিগ্রহণকৃত ভূমি ৩৮৬.২৪ হেক্টর; গ) শরীয়তপুর-প্রস্তাবিত ভূমি ৬৩৩.২৩ হেক্টর এবং অধিগ্রহণকৃত ভূমি ৫১৪.১৫ হেক্টর; তিন জেলায় সর্বমোট অধিগ্রহণকৃত ভূমি ১২৩০.৯০ হেক্টর।	
৯.	পুনর্বাসন কার্যক্রম (ক্ষতিপূরণ প্রদান ও প্লট হস্তান্তর)	জুন ২০০৯	জুন ২০২০	ক) পুনর্বাসন খাত হতে ৫৩৭.১৮ কোটি টাকা অতিরিক্ত সহায়তা বাবদ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের মাঝে বিতরণ করা হয়; খ) পুনর্বাসন সাইটগুলোতে 'প্রকল্প পর্যায় প্লট বরাদ্দ কমিটি' কর্তৃক সুপারিশকৃত ১৩৬৫ টি প্লটের মধ্যে ১৩৩১ টি প্লট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে হস্তান্তর করা হয়। এর মধ্যে ৩৬২ ভূমিহীন (ক্ষতিগ্রস্থ) পরিবারকে বিনামূল্যে প্লট প্রদান করা হয়।	
১০.	পরিবেশ কার্যক্রম	জুন ২০০৯	জুন ২০২০	ক) পদ্মা সেতুর উভয় প্রান্তে পুনর্বাসন ও সার্ভিস এরিয়া এলাকাগুলোতে মোট ৬৭,৫৫০ টি গাছ লাগানো হয়; খ) Biodiversity Baseline Survey and Preparing Monitoring Plan, Identifying Location of the protected Sanctuary and Developing a Sanctuary Plan of PMBP শীর্ষক কাজের জন্য নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান Agriconsulting S.P.A & SODEV Consult International Ltd.-এর কাজ চলমান; গ) পদ্মা সেতু প্রকল্প এলাকায় একটি যাদুঘর স্থাপনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রানিবিদ্যা বিভাগ এর সাথে একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়; ঘ) "Consultancy Services for Preparing a Comprehensive	

				Documentation of Padma Multipurpose Bridge Project" শীর্ষক কাজের জন্য short listed প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে প্রাপ্ত RFP সমূহ মূল্যায়ন চলমান।	

চিত্রের মাধ্যমে পদ্মা সেতু প্রকল্প এলাকায় চলমান কার্যক্রমসমূহ

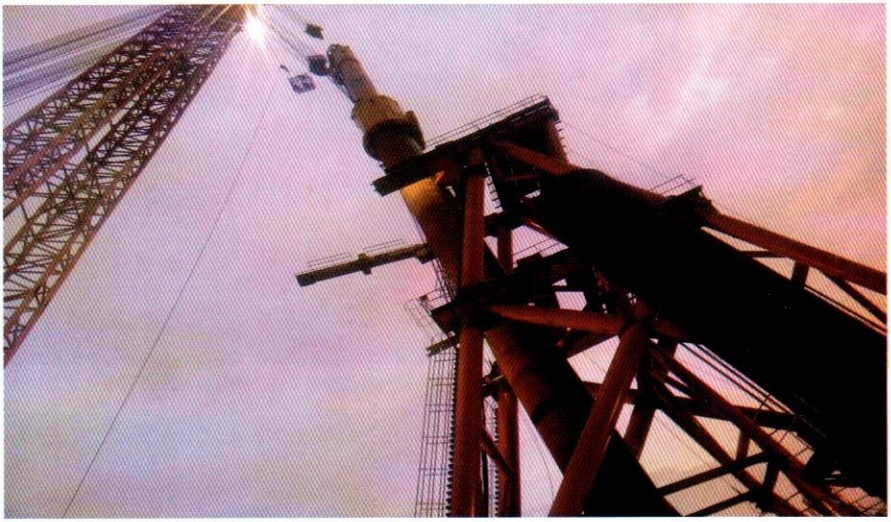

পাইল ড্রাইভিং

টেস্ট পাইল

টেস্ট পাইল ফ্যাব্রিকেশন শীট

স্টীল পাইল ফ্যাব্রিকেশন

চলমান টেস্ট পাইল ড্রাইভিং কাজ

চলমান ডেজিং কাজ

সংযোগ সড়কের কাজ

সংযোগ সড়কের sand blasting কাজ

৪.২। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট:

ঢাকার যানজট নিরসনে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালি পর্যন্ত ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি ভিত্তিতে নির্মাণের প্রস্তাব অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বর্ণিত প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান First Dhaka Elevated Express-way (FDEE) Co. Ltd. এর মধ্যে ১৯.১.২০১১ তারিখে মূল চুক্তি এবং ১৫.১২.২০১৩ তারিখে সংশোধিত কনসেশন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী এটি নির্মাণে মোট ব্যয় হবে ৮৯৪০.১৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে Viability Gap Funding (VGF) বাবদ ২৪১৩.৮৪ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকার বহন করবে।

৪.২.১। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন, ইউটিলিটি স্থানান্তর এবং পরামর্শক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে লিংক প্রকল্প হিসেবে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ৩২১৬.৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে "সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্পটি ১৮.১০.২০১১ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ১ম পর্যায়ের ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়। ২য় ও ৩য় পর্যায়ের ভূমি অধিগ্রহণ ও পাইল ড্রাইভিং কাজ চলমান।

৪.২.২। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মূল অংশের দৈর্ঘ্য ১৯.৭৩ কিলোমিটার ও এতে উঠা-নামার জন্য ৩১টি র‍্যাম্পের দৈর্ঘ্য ২৭ কিলোমিটারসহ মোট দৈর্ঘ্য হবে ৪৬.৭৩ কিলোমিটার। মূল অংশের প্রস্থ হবে ২০.৬০ মিটার এবং র‍্যাম্পসমূহের প্রস্থ হবে ৭.১০ মিটার। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মিত হলে ঢাকা শহরে আরও ৪৬.৭৩ কিলোমিটার নতুন সড়ক যোগ হবে। এ শহরের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন এলাকা যেমন; বিমানবন্দর, কুড়িল, মহাখালী, তেজগাঁও, মানিকমিয়া এভিনিউ, পলাশী, সোনারগাঁও মোড়, অতিশ দীপংকর সড়ক, মতিঝিল ইত্যাদি স্থানের জনগণ এ উড়াল সড়ক দিয়ে উঠা-নামা করতে পারবে। তাছাড়া, এটি ঢাকা শহরের বাইপাস সড়ক হিসেবেও কাজ করবে। এর ফলে ঢাকা শহরের যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

৪.৩ । গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট(এলিভেটেড অংশ):

২০৩৯ কোটি ৮৪ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট' এর আওতায় গাজীপুর হতে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার Bus Rapid Transit বা BRT লেন নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪.৫ কিলোমিটার এলিভেটেড (From House building to Deoara, Ch. 3+350~7+900, Lane No. 2+2) অংশ সেতু বিভাগ অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করবে, যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৫৪ কোটি ২২ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় এলিভেটেড অংশের বিস্তারিত ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে।

৪.৪ । কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১০ সালের ৮ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে এক জনসভায় কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এটি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান China Communications Construction Company Ltd. (CCCC) Joint venture with Ove Arup & Partners Hong Kong Ltd. এর মাধ্যমে ২০১১-২০১৩ সময়ে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। উক্ত সমীক্ষায় সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা ও স্টেকহোল্ডারদের মতামত এবং বিস্তারিত কারিগরি ও আর্থ-সামাজিক দিক বিবেচনায় ৩টি বিকল্প এলাইনমেন্টের মধ্যে একটি অর্থাৎ সিইউএফএল-কাফকো সংলগ্ন কর্ণফুলী নদীর মোহনার স্থানটি প্রস্তাবিত টানেলের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।

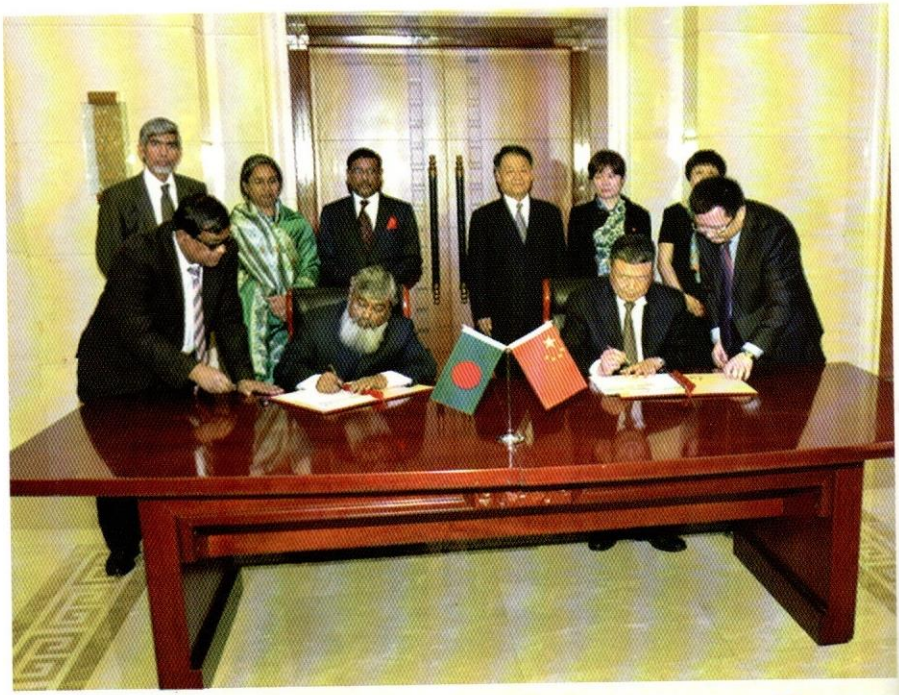

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং China Communications Construction Company Ltd. এর মধ্যে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর

৪.৪.১। প্রায় ৩.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল নির্মাণে চীনের সরকারী প্রতিষ্ঠান China Communications Construction Company Ltd. এটি জি-টু-জি ভিত্তিতে নির্মাণে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং চীন সরকার উক্ত প্রতিষ্ঠানকে মনোনয়ন প্রদান করে। এ টানেল নির্মাণে মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ২৭ জুন ২০১৫ তারিখে চীন গমন করেন এবং ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে চীনের রাজধানী বেইজিং-এ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং China Communications Construction Company Ltd. এর মধ্যে ৭০৫.৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৮৪৪৬.৬৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

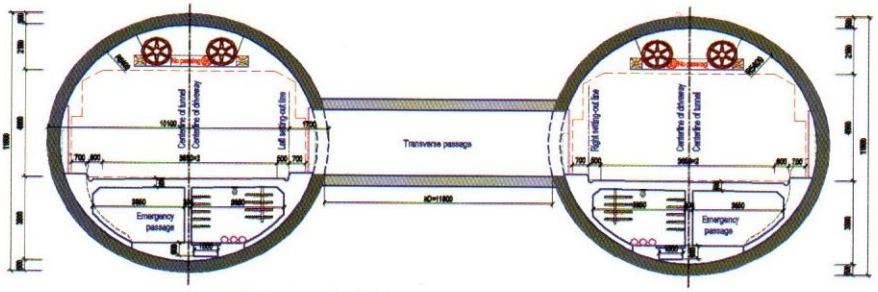

প্রস্তাবিত কর্ণফুলী টানেলের Cross Section

৪.৪.২। কর্ণফুলী টানেল নির্মিত হলে পূর্ব প্রান্তে বিদ্যমান কোরিয়ান রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল ও প্রস্তাবিত চীনা বিশেষায়িত রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল এবং প্রস্তাবিত সরকারি শিল্প এলাকার সাথে সংযোগ স্থাপিত হবে। প্রস্তাবিত এলএনজি টার্মিনালের সাথে সংযোগ স্থাপিত হবে। কক্সবাজারের সাথে চট্টগ্রাম শহরের দূরত্ব প্রায় ৩০ কিলোমিটার কমবে। সোনাদিয়ায় প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্র বন্দরের সাথে চট্টগ্রাম ও ঢাকার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে। বিপুল সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং শ্রম ও সম্পদের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। ২০১৩ সালের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা অনুযায়ী জাতীয় জিডিপি ০.১৬৬% বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। তবে বিগত দুই বছরের উন্নয়নের গতিধারার পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে প্রতীয়মান হয় যে, জাতীয় জিডিপিতে কর্ণফুলী টানেলের অবদান আরো অনেক বৃদ্ধি পাবে।

৫। ভবিষ্যতে বাস্তবায়িতব্য অন্যান্য প্রকল্পসমূহ:

৫.১। ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ:

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে আশুলিয়া সড়কের পাশ দিয়ে প্রায় ৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। প্রায় ১.৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে এটি গভর্ণমেন্ট টু গভর্ণমেন্ট (জি টু জি) ভিত্তিতে নির্মাণে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং চীনা প্রতিষ্ঠান China National Machinery Import and Export Corporation (CMC) এর মধ্যে গত ১৫.০১.২০১৫ তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত বাণিজ্যিক প্রস্তাব মূল্যায়ন চলমান।

৫.২। পাটুরিয়া-গোয়ালন্দ অবস্থানে ২য় পদ্মা সেতু নির্মাণঃ

দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির যাতায়াত ব্যবস্থাসহ তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় এনে পাটুরিয়া-গোয়ালন্দ অবস্থানে দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।

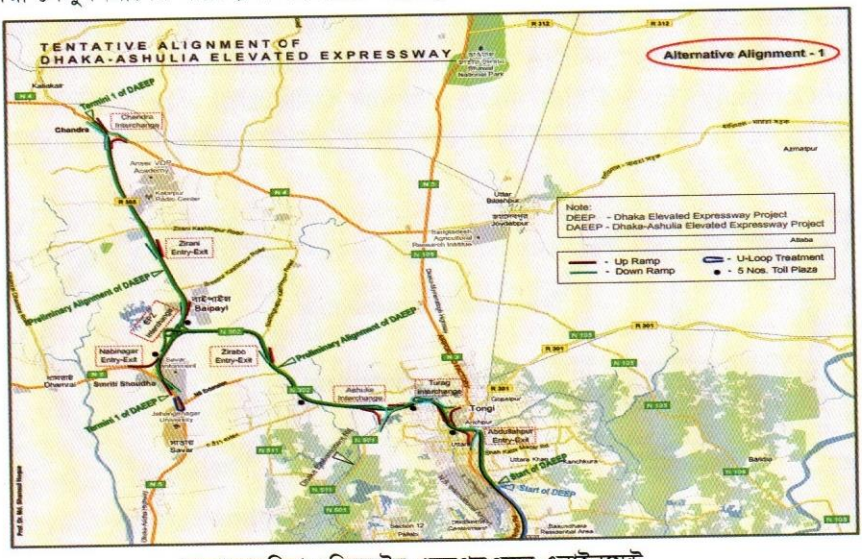

ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের এলাইনমেন্ট

জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) কর্তৃক ২০০৩ হতে ২০০৫ সাল পর্যন্ত সময়ে পরিচালিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় প্রাথমিক পর্যায়ে নির্বাচিত ৪টি স্থান যথা: (১) পাটুরিয়া-গোয়ালন্দ, (২) দোহার-চরভদ্রাশন, (৩) মাওয়া-জাজিরা এবং (৪) চাঁদপুর-ভেদরগঞ্জ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মাওয়া-জাজিরা এবং পাটুরিয়া-গোয়ালন্দ অবস্থান পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য সুবিধাজনক স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়। মাওয়া-জাজিরা অবস্থানে ১ম পদ্মা সেতুর বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে।

৫.২.১। পাটুরিয়া-গোয়ালন্দ অবস্থানে দ্বিতীয় পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে প্রকল্পের পিডিপিপি গত ২৬.০৮.২০০৯ তারিখে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। বিস্তারিত ডিজাইন প্রণয়ন এবং বৈদেশিক অর্থ সংগ্রহ সাপেক্ষে যথাসময়ে এ সেতুর বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু এবং সম্পন্ন করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়।

৫.৩। ঢাকার জাহাঙ্গীর গেইট এলাকায় ফ্লাইওভার ও আন্ডারপাস নির্মাণঃ

ঢাকার জাহাঙ্গীর গেইট এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সন্নিকটে যানজট নিরসনে ফ্লাইওভার ও আন্ডারপাস নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study) সম্পন্ন হয়েছে। সমীক্ষা অনুযায়ী সার্ভিস রোড ৪৪০ মিটার, ফ্লাইওভার ৪৯০ মিটার, র‍্যাম্প ৫৮০ মিটার এবং আন্ডারপাস ১৪০ মিটারসহ মোট দৈর্ঘ্য ১৬৫০ মিটার। প্রয়োজনীয় বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তি সাপেক্ষে যথাসময়ে এ ফ্লাইওভার ও আন্ডারপাসের নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে আশা করা যায়।

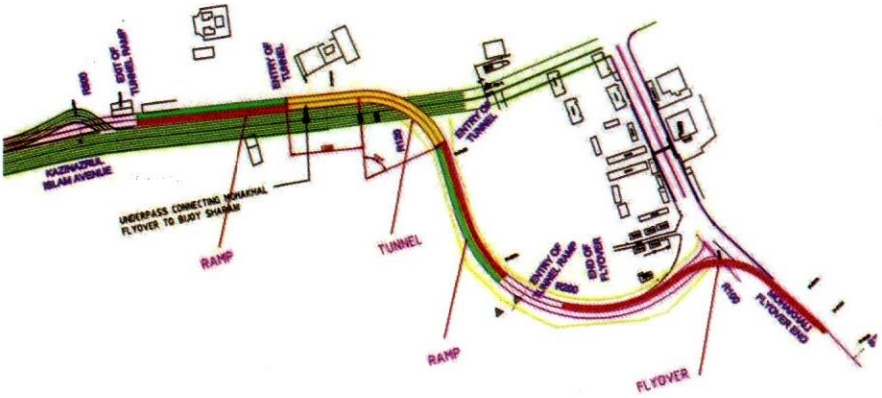

প্রস্তাবিত ফ্লাইওভার আন্ডারপাস

৫.৪ । যমুনা নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরকালে অন্যান্য প্রকল্পসহ যমুনা নদীর তলদেশে বহুমুখী টানেল নির্মাণে একটি যৌথ ইশতেহার স্বাক্ষরিত হয় । পরবর্তীতে বর্ণিত প্রকল্পের পিডিপিপি (PDPP) ERD'র মাধ্যমে জাপান দূতাবাসে প্রেরণ করা হলে নদীর গতিপথের পুন:পুন পরিবর্তন, scouring এবং ৫০ কিলোমিটার দূরে যমুনা নদীর উপর ডেডিকেটেড রেলওয়ে ব্রিজ নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা নিরুপনের কতিপয় চ্যালেঞ্জের বিষয়ে জাইকা তাদের পর্যবেক্ষণ দেয় ।

৫.৪.১ । তবে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি একটি বৃহৎ প্রকল্প এবং বাংলাদেশে এ জাতীয় প্রকল্প পূর্বে বাস্তবায়িত হয়নি বিধায় সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ব্যতীত প্রকল্পটি cost effective (feasible) হবে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয় । ১৪/০১/২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় জাইকার পর্যবেক্ষণের পেক্ষিতে বর্ণিত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা দ্রুত সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার জন্য ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার । Feasibility Study পরিচালনার জন্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের অর্থ সহায়তা চাওয়া হয় ।

৫.৫ । অন্যান্য বৃহৎ সেতু নির্মাণ:

দেশের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে সেতু বিভাগের অধীনে আরও কিছু নতুন সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে । এরই অংশ হিসেবে দক্ষিণাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে বরিশাল জেলায় রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মূলাদি-হিজলা-মেহেদীগঞ্জ সড়কে আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর ১.৫৯ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু, পটুয়াখালী জেলায় লেবুখালী-দুমকী-বগা-দশমিনা-গলাচিপা-আমড়াগাছি সড়কে গলাচিপা নদীর উপর ১.৫৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু এবং পটুয়াখালী জেলায় কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালিয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর ১.৬৯ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণে পিডিপিপি নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে ।

এতে প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৯৪৪.২৪ কোটি টাকা। তাছাড়া ভুলতা-আড়াইহাজার -বাঞ্ছারামপুর-নবীনগর সড়কে মেঘনা নদীর উপর প্রায় ২.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণে ১৮০২.৫১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে পিডিপিপি নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। বর্ণিত ৪টি সেতু নির্মাণে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের অর্থ সহায়তা চাওয়া হয়েছে। অর্থায়ন নিশ্চিত হলে যথাসময়ে এ সেতুগুলোর নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে আশা করা যায়।

৬। সেতু বিভাগের মধ্যমেয়াদি বাজেটঃ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১৪-১৫	প্রক্ষেপণ	
		২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
অনুন্নয়ন	১.৩৬	১.০০	১.০০
উন্নয়ন	৫২৯৮.৮২	৯৩০৩.০০	৯৯০৭.০০
মোট	৫৩০০.১৮	৯৩০৪.০০	৯৯০৮.০০

৭। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয় এবং ব্যয়ঃ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	সর্বমোট আয়	সর্বমোট ব্যয়	উদ্বৃত্ত/-(ঘাটতি)
২০১৪-১৫	৫২৫.৫৬	২৯৩.৯১	২৩১.৬৫

৮। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অর্থ ছাড় (আরপিএ)	জুন ২০১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)
১।	পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ (সংশোধিত)	৪৫৯৮৮২.০০	৩২৩৩৮২.০০	১৩৬৫০০.০০ (১৩৬৫০০.০০)	৪৫৯৮৮২ (১৩৬৫০০)	৪৫১২৩২.৬৯	৩১৪৭৩২.৬৯	১৩৬৫০০ (১৩৬৫০০)
২।	সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট	৬৯৬৭৫.০০	৬৯৬৭৫.০০	-	৬৯৬৭৫.০০	২৮২৭৩.৪৪	২৮২৭৩.৪৪	-
৩।	ডিটেইল্ড ডিজাইন স্টাডি ফর দি কনস্ট্রাকশন অব পদ্মা মাল্টিপারপাস ব্রীজ	৩২৫.০০	৩২৫.০০	-	৩২৫.০০	২১৯.৭২	২১৯.৭২	-

	মোট	৫২৯৮৮২.০০	৩৯৩৩৮২.০০	১৩৬৫০০.০০ (১৩৬৫০০.০০)	৫২৯৮৮২.০০ (১৩৬৫০০.০০)	৪৭৯৭২৫.৮৫ (৯০.৫৩%)	৩৪৩২২৫.৮৫ (৮৭.২৫%)	১৩৬৫০০.০০ (১৩৬৫০০.০০) (১০০%)

৮.২। সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নের প্রকল্পসহ এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি: (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম	এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপি-তে মোট বরাদ্দ	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত মোট ব্যয় (মোট বরাদ্দের % অংশ)
১	২	৩	৪	৬
১	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	৯	৮৮৪৫.০০	২২৪৩.২৫ (২৫.৩৬%)
	সর্বমোট	১২	৫৩৮৭২৭.০১	৪৮১৯৬৯.১০ (৮৯.৪৬%)

৯। সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডসমূহঃ

৯.১। বঙ্গবন্ধু সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং টোল আদায়:

বঙ্গবন্ধু সেতুর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের প্রথম দায়িত্ব পালন করে দক্ষিণ আফ্রিকার JOMAC Ltd ২৩ জুন ১৯৯৮ হতে ৩১ মার্চ ২০০৪ তারিখ পর্যন্ত। ১ এপ্রিল ২০০৪ হতে ৩১ মে ২০০৯ পর্যন্ত Marga Net One Ltd. দ্বিতীয় Operation and Maintenance (O&M) Operator হিসেবে সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। জুন ২০০৯ হতে অক্টোবর ২০১০ পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সাময়িকভাবে এ সেতুর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের দায়িত্ব পালন করে। বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল আদায় এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে নিয়োগকৃত "Guangxi Scientific Institute of Communications (GSIC)" এবং "Metallurgical Construction Company Ltd.-SEL-UDC JV" প্রতিষ্ঠান দু'টি দায়িত্ব পালন করে নভেম্বর ২০১০ হতে নভেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত।

Barin এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু সেতুর soffit এর inspection এবং maintenance কার্যক্রম

৯.২। সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডসমূহঃ

ক্র.	কাজের নাম	জুন ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	বঙ্গবন্ধু সেতুর বক্স এর অভ্যন্তরের ফাটল মেরামত	আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ২৪.৫.২০১৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
২	বঙ্গবন্ধু সেতুর ভূঁয়াপুর হার্ডপয়েন্ট মেরামত	৩০ জুন ২০১৫ তারিখে ভূঁয়াপুর হার্ডপয়েন্টের অস্থায়ী মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়।
৩	বঙ্গবন্ধু সেতুর উভয় প্রান্তে গোল চত্বর হতে টোল পাজা পর্যন্ত ট্রাকের জন্য আলাদা লেন নির্মাণ	ভৌত অগ্রগতি ৯৫%।
৪	বঙ্গবন্ধু সেতুর গাইড বাঁধ প্রতিরক্ষামূলক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় পাথর সাইটে সংরক্ষণের জন্য পাথর সরবরাহ কার্যক্রম	ভৌত অগ্রগতি ৯০%।
৫	বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম প্রান্তের টোল প্লাজায় ব্যাংকের বুথের নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মাণ	ঠিকাদার নিয়োগ চূড়ান্ত হয়েছে।
৬	সেতু ভবনের Vertical Extension কাজ (6th-12th floor)	ঠিকাদার নিয়োগে প্রি-কোয়ালিফাইড প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়।
৭	মুক্তারপুর সেতুতে overlay স্থাপন	মুক্তারপুর সেতুতে overlay স্থাপন কাজ ৩১ মার্চ ২০১৫ তারিখে সম্পন্ন হয়।
৮	মুক্তারপুর সেতুতে অত্যাধুনিক টোল আদায় এবং অনলাইন টোল মনিটরিং যন্ত্রপাতি স্থাপন	মুক্তারপুর সেতুতে অত্যাধুনিক টোল আদায় এবং অনলাইন টোল মনিটরিং যন্ত্রপাতি স্থাপন কাজ ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে সম্পন্ন হয়।

১০। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন সেতুর টোল হারঃ

বঙ্গবন্ধু সেতু

ক্র. নং	যানবাহনের শ্রেনীবিন্যাস	টোল হার
১।	মোটর সাইকেল	৪০.০০
২।	হাল্কা যানবাহন (কার, জীপ ইত্যাদি)	৫০০.০০
৩।	ছোট বাস (২৯ আসন বা তার কম)	৬৫০.০০
৪।	বড় বাস (৩০ আসন বা তার বেশী)	৯০০.০০
৫।	ছোট ট্রাক (৫টনের কম)	৮৫০.০০
৬।	মাঝারি ট্রাক (৫হতে ৮টন)	১১০০.০০
৭।	বড় ট্রাক (৮টনের বেশী)	১৪০০.০০

মুক্তারপুর সেতু

ক্রম	যানবাহনের শ্রেনীবিন্যাস	টোল হার
১।	ভ্যান (৩ চাকা বিশিষ্ট) মটর সাইকেল যাত্রীসহ/খালী	১০.০০
২।	অটোরিক্সা/সিএনজি (৩ চাকা বিশিষ্ট) যাত্রী-সহ/খালী	২০.০০
৩।	কার/জীপ/মাইক্রো/টেম্পু পিক-আপ (৪ চাকা বিশিষ্ট)	৪০.০০
৪।	ছোট বাস (২৯ আসন বা উহার কম)	১০০.০০
৫।	বড় বাস (৩০ আসন বা উহার বেশী)/মাঝারি ট্রাক (৫টন হইতে ৮ টন)	২০০.০০
৬।	ছোট ট্রাক (৫টনের কম)	১৫০.০০
৭।	বড় ট্রাক (৮ টনের বেশী ট্রেইলার/নির্মাণ যন্ত্রপাতি)	৫০০.০০

১১। বঙ্গবন্ধু সেতু চালু হওয়ার পর অর্থাৎ ১৯৯৭-৯৮ হতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর পর্যন্ত সেতু দিয়ে পারাপারকারী যানবাহন সংখ্যা এবং টোল আদায়ের পরিমাণ নিম্নরূপ:

অর্থ বছর	যানবাহন সংখ্যা	টোল আদায় (কোটি টাকায়)
১৯৯৭-১৯৯৮ (২৩ জুন, ১৯৯৮ হতে)	২৭৬৫১	০.৯৯
১৯৯৮-১৯৯৯	৮৯২১৪৯	৫৮.৮১
১৯৯৯-২০০০	৯৩০৬৫৯	৬৪.৭৭
২০০০-২০০১	১১১০০৭০	৮১.১৫
২০০১-২০০২	১২২২৯১৯	৯২.০০
২০০২-২০০৩	১৩৭৫০০৯	১০৭.০২
২০০৩-২০০৪	১৬৩২২০৫	১২৯.৩০
২০০৪-২০০৫	১৮৭৬৩৬৩	১৫০.৪৩
২০০৫-২০০৬	১৯৮৭৯৮৪	১৫৫.৭৩
২০০৬-২০০৭	২১৭২৪৬৩	১৭১.৫০
২০০৭-২০০৮	২৫৩৯৪২১	১৯৯.৫৫
২০০৮-২০০৯	২৭৫১৮৪৯	২১২.৪৪
২০০৯-২০১০	৩১৫৭৩৭২	২৪১.৩৭
২০১০-২০১১	৩৫৬৪৭১৩	২৬৭.৬৬
২০১১-২০১২	৩৬৯৮৭৪৩	৩০৪.৬৬
২০১২-২০১৩	৩৮৮৬৫৫৮	৩২৫.২০
২০১৩-২০১৪	৩৯২৬৯৯০	৩২৩.৩৯
২০১৪-২০১৫	৪২০৭০৭৫	৩৪৯.০৮

১২। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যঃ

মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬		
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সেতু বিভাগ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	৩৭১টি	১৯৩৫.০৯	১৬টি	২৪টি	৪১৯.৫৩	৩৪৭টি	১৫১৫.৫৭
সর্বমোট=	৩৭১টি	১৯৩৫.০৯	১৬টি	২৪টি	৪১৯.৫৩	৩৪৭টি	১৫১৫.৫৭

১৩। দেশের অভ্যন্তরে আয়োজিত প্রশিক্ষণে সেতু বিভাগের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণঃ

সেতু বিভাগ এবং এর অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর জনবলের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়, যা নিম্নরূপ:

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	বিভাগ এবং এর আওতাধীন সংস্থা হতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১৩	২২

১৪। তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নঃ

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে সেতু বিভাগ বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এতদপ্রেক্ষিতে এ বিভাগের আওতাধীন বঙ্গবন্ধু সেতু এবং মুক্তারপুর সেতুতে আধুনিক প্রযুক্তিগত সুবিধাসহ Automatic vehicle classification বা AVC পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। উক্ত সেতু দুটির টোল আদায় কার্যক্রম ঢাকার প্রধান কার্যালয় হতে সরাসরি মনিটর করার জন্য অন লাইন মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। তাছাড়া সেতু দিয়ে চলাচলকারী যানবাহনসমূহের ওজন নিয়ন্ত্রণে স্বয়ংক্রিয় ওজন স্টেশন চালু করা হয়েছে। টেন্ডার প্রক্রিয়ায় নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সেতু বিভাগাধীন সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে ই-টেন্ডার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। অন্যদিকে তথ্যাদি সংগ্রহেও ডিজিটাল পদ্ধতি চালুর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু সেতুর নির্মাণ কৌশল এবং বিভিন্ন ডকুমেন্ট ও তথ্যাদির ভিত্তিতে একটি ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন করা হয়েছে। পদ্মা সেতুর বিষয়েও অনুরুপ ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সেতু বিভাগ ইতোমধ্যে অত্যন্ত সহজবোধ্যভাবে Online Grievance Redress System (GRS) পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। এর ফলে যে কেউ পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে অনলাইনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে।

১৫। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সেতু বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী:

(১) ২০১৪-১৫ অর্থবছরে "ডিটেইল্ড ডিজাইন স্টাডি ফর দি কনস্ট্রাকশন অব পদ্মা মাল্টিপারপাস ব্রীজ" শীর্ষক প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়। এ সময় এ প্রকল্পের অধীন নদীশাসন কাজের জন্য নির্বাচিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান-কে ৩১.১২.২০১৪ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান এবং মূল সেতু ও নদীশাসন কাজের নির্মাণ কাজ তদারকীর জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৩.১১.২০১৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রতিবেদনাধীন বছরে এ প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য পাঁচটি প্যাকেজ যথা; জাজিরা এপ্রোচ রোড, মাওয়া এপ্রোচ রোড, সার্ভিস এরিয়া-২, মূল সেতু ও নদীশাসন কাজের ভৌত অগ্রগতি যথাক্রমে ৪২.৬ শতাংশ, ৪৬.৫ শতাংশ, ৪৭.৪ শতাংশ, ১১ শতাংশ এবং ৮.৫৬ শতাংশ।

(২) পদ্মা সেতু প্রকল্পের পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য Income and Livelihood Restoration Plan এবং Resettlement Action Plan বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রতিবেদনাধীন বছরে প্রকল্পের জন্য ৭.৫০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়। এ সময় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ৬৫৪ টি পরিবারকে প্লট হস্তান্তর তথা পুনর্বাসন করা হয়।

(৩) পদ্মা সেতু প্রকল্প এলাকায় একটি যাদুঘর স্থাপনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। পরিবেশ কার্যক্রমের আওতায় Biodiversity Baseline Survey and Preparing Monitoring Plan, Identifying Location of the protected Sanctuary and Developing a Sanctuary Plan of PMBP শীর্ষক কাজের জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাছাড়া প্রতিবেদনাধীন বছরে পদ্মা সেতু প্রকল্প এলাকায় ১২১০০ টি গাছ লাগানো হয়।

৪) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালি র্যন্ত প্রায় ৪৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে প্রথম পর্যায়ের ুনর্বাসন পরিকল্পনা এবং বিস্তারিত ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়। প্রথম পর্যায়ের পুনর্বাসন রিকল্পনা (Resettlement Action Plan) ১৪.০৪.২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয়। এ সময় থম পর্যায়ের ৮০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্তকে ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং ইউটিলিটি স্থানান্তর সম্পন্ন হয়। াছাড়া ডিজাইন চূড়ান্ত করত: প্রায় ৫ শতাংশ ভৌত অগ্রগতি সাধিত হয়।

(৫) ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ৪০ একর ভূমি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অনুকূলে হস্তান্তর বাবদ ১২০ কোটি টাকা ঢাকার জেলা প্রশাসক-কে পরিশোধ করা হয়। তাছাড়া ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের অনুকূলে ৯০ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়।

(৬) গাজীপুর হতে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত প্রস্তাবিত ২০ কিলোমিটার Bus Rapid Transit বা BRT লেনের মধ্যে সেতু বিভাগ কর্তৃক ৪.৫ কিলোমিটার এলিভেটেড অংশ নির্মাণে Detailed Design Framework ১৫ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে এবং Detailed Design ১৮ জুন ২০১৫ তারিখে চূড়ান্ত করা হয়।

(৭) কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৩.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল জি-টু-জি ভিত্তিতে নির্মাণে চীনা নির্মাণ প্রতিষ্ঠান China Communications Construction Company Ltd. (CCCC) এর সাথে ২৪ জুলাই ২০১৪ তারিখে সমঝোতা স্মারক এবং ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাছাড়া প্রকল্পের Land Acquisition Plan, Resettlement Action Plan, Environmental Management Plan প্রণয়নে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সাথে ২৩ জুন ২০১৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(৮) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে চন্দ্রা পর্যন্ত প্রায় ৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে জি-টু-জি ভিত্তিতে নির্মাণের জন্য চীনা প্রতিষ্ঠান China National Machinery Import and Export Corporation (CMC) এর সাথে ২২

(৯) বঙ্গবন্ধু সেতুর অভ্যন্তরের ফাটল মেরামতের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ চূড়ান্ত হয়। এ সময় সেতু এলাকায় অবস্থিত ভূঁয়াপুর হার্ড পয়েন্টের অস্থায়ী মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়। তাছাড়া সেতু এলাকায় গাইড বাঁধের মেরামত কাজের জন্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে ৯০ শতাংশ পাথর সরবরাহ এবং ট্রাকের জন্য আলাদা লেন নির্মাণে ৯৫ শতাংশ ভৌত অগ্রগতি সাধিত হয়।

(১০) গত ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ হতে মুক্তারপুর সেতুতে অত্যাধুনিক টোল আদায় এবং অনলাইন টোল মনিটরিং পদ্ধতি চালু করা হয়। তাছাড়া এ সেতুতে ৩১ মার্চ ২০১৫ তারিখে overlay স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়।

(১১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সেতু বিভাগের মধ্যে Annual Performance Agreement স্বাক্ষরিত হয়।

(১২) প্রতিবেদনাধীন বছরে সেতু বিভাগের আওতাধীন সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ৪১৯.৫৩ কোটি টাকার মোট ২৪টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়।

১৬। সেতু বিভাগের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম দেশের সুষ্ঠু ও সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য নিরসন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

——— O ———

সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২
☎ ৫৫০৪০৩৩৩, ৫৫০৪০৩১৫
www.bridgesdivision.gov.bd